16 OCT 1990

দৈনিক সংবাদ

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

24

পাঠ্যবই বিক্রেতাদের প্রতারণার চিত্র

একই বই নানা এলাকায় বিক্রি হচ্ছে নানা লেখকের নামে

।। কমল সাহা ।।

ঝিনাইদহ, ১৪ই অক্টোবর।– ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় পাঠ্যবই–এর 'ইনার পেজ' বদল করে বই ব্যবসার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লেখকের নাম–ঠিকানা মুদ্রিত ভেতরের পাতা পালটিয়ে একই লেখকের একাধিক পাঠ্যবই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লেখকের নামে চালানো হচ্ছে। কিছু শিক্ষককে হাত করে কয়েকটি পরিবেশক সংস্থা অবৈধ অর্থোপার্জনের এ অভিনব ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।

বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ডের অনুমোদিত ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের বাংলা–ইংরেজী গ্রামার ও রচনা বই বাজারে চালু রয়েছে। অনুমোদিত এই সকল বইয়ের মধ্য থেকেই মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো তাদের পছন্দমত পাঠ্যবই নির্বাচন করে থাকে।

'বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা সম্ভার' ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ যথাক্রমে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম এবং ৯ম শ্রেণীর বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ডের অনুমোদিত বই। বইয়ের লেখক টাঙ্গাইলের, কাগমারী মৌলানা মোহাম্মদ আলী সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক কামরুল আহসান। অথচ, ৩ খানি বই ৩টি ভিন্ন এলাকায় ৩ জন ভিন্ন লেখকের নামে চালানো হচ্ছে। ফরিদপুরের ' পাংশা উপজেলায় বইখানি চলছে হাবাসপুর কে, রাজ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনতোষ মৈত্রের নামে; ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে দহখোলা মন্তেজার রহমান গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কে, এম, রুস্তম আলীর নামে এবং কুমারখালি ও শ্রীপুর উপজেলার অংশবিশেষে মালিথিয়া নবোদয় গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোজ কুমার দাসের নামে। এ ৩ খানি বইয়ের পরিবেশক কুষ্টিয়ার আরাফাত লাইব্রেরী। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, অভিনব কায়দাটি হল লেখকের নাম–ঠিকানা মুদ্রিত ভেতরের পাতাটি ফেলে দিয়ে সেখানে ভিন্ন এলাকার জন্য ভিন্ন লেখকের নাম–ঠিকানা মুদ্রিত নতুন একটি পাতা সংযোজন করে চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের প্রভাব কাজে লাগিয়ে অবৈধ অর্থোপার্জন এবং অন্যের লেখা বইয়ের লেখক বনে যাওয়া এর উদ্দেশ্য বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, আরাফাত লাইব্রেরী আরো ৯ খানি এ ধরনের বইয়ের পরিবেশক। বইগুলো হচ্ছে ঃ ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর গল্প কাহিনী ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ এবং টেলস্ ফর এনজয় ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর 'এ গুড ইংলিশ গ্রামার' ১ম, ২য় ও ৩য় পার্ট এ বইগুলোও একই কায়দায় এলাকাভেদে রুস্তম আলী, মনতোষ মৈত্র ও মনোজ কুমার দাসের নামে চালু রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, টেকস্টবুক বোর্ডের অনুমোদিত বইগুলো বোর্ডের নির্ধারিত মূল্যেই বিক্রি করার নিয়ম। কিন্তু এ ধরনের বেশীরভাগ বইয়ের মূল মূল্য কালি দিয়ে লেপটে দিয়ে বর্ধিত মূল্যের সিল ব্যবহার করে বিক্রি করা হচ্ছে।

সূত্রটি আরো জানিয়েছে, কেবল আরাফাত লাইব্রেরী নয়, কুষ্টিয়ার হাসনাত লাইব্রেরী ও লিয়াকত বুক ডিপোও 'ইনার পেজ'–এর ব্যবসায়ে জড়িত। এদের পরিবেশনায়ও বেশ কয়েকখানি এ ধরনের বই বাজারে চালু রয়েছে। সম্প্রতি পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, কুষ্টিয়া জেলা শাখা 'ইনার পেজ'–এর ব্যবসার অভিযোগে 'লিয়াকত বুক ডিপো'কে সাসপেণ্ডও করেছে।